সংবাদ

তারিখ 06 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বরুড়ায় নানা সংকটে ২৯ সর. প্রাথ. স্কুলের পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, বরুড়া (কুমিল্লা)

বরুড়ায় ২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সংকট, জরাজীর্ণ ভবন, অপ্রতুল বেঞ্চ, স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের অভাবসহ নানা সংকট বিরাজমান থাকায় এ সব বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, উপজেলার ১৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পূর্ব নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিয়ালোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমড়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়কৈয়নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঁকৈরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাউকসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাওড়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জোড়পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাটলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিলগিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরিফপুর পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পয়ালগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গন্ডামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মন্দুক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলমুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অশ্বদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খাটপুকুরিয়া মমতাজ উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে নতুন শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ না হওয়ায় এবং বেঞ্চের অভাবে। এছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে বেঞ্চ সংকট। এ সব প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই তুলনায় নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিত্যাক্ত শ্রেণিকক্ষে কিংবা খোলা আকাশের নিচে, বারান্দায়, খুপড়ি ঘরে গাদাগাদি করে বাধ্য হয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিনের এসব প্রতিষ্ঠানের সংকট নিরসন না হওয়ায় গ্রীষ্মের দাবদাহ, স্বল্প বৃষ্টি কিংবা প্রকৃতির বৈরী আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় বিমুখী হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অভিযোগ। পূর্ব নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিনা আক্তার, আমড়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সোলায়মান হোসেন সহ অনেকে একই সমস্যার কথা বলেন। এছাড়া তারা আরও জানান, নতুন করে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পরও কোন ফল পাননি। অপরদিকে মহেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেওড়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুকুন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শশইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেরপেটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভারুল টি.এ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইলাশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাঙ্গালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়কামতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে জরাজীর্ণ দশার কারণে এ সব বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠদান করাতে হচ্ছে। স্বল্প বৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হলে এ সময় এসব বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি প্রায় শূন্যে কোঠায় নেমে আসে। মহেশপুর (দঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম, আড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোশারফ কামাল এবং একবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শাহজালাল সহ অনেকে জানান, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরাজমান সংকট দীর্ঘদিনের। পাঠদানে শিক্ষকদের প্রাণান্তর চেষ্টা থাকা স্বত্বেও নতুন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম মুখ থুবরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তারা আরও জানান, নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে অবহিত করে আসছেন। এছাড়াও প্রায় একশত বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার না থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আর এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে বিদ্যালয়ের আশপাশের ঝোপঝাড় কিংবা রাস্তাঘাটের আশপাশে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অপরদিকে প্রায় অর্ধশত বিদ্যালয়ের নলকূপ অকেজো থাকায় পানির সংকট ভোগ করতে হচ্ছে এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে। এছাড়াও এ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে রয়েছে শিক্ষক সংকট। দীর্ঘদিন যাবত এ সংকট নিরসন না হওয়ায় শিক্ষকদেরকে পাঠদান করাতে গিয়ে গলদঘর্ম পোহাতে হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল হক বলেন, জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি অনতিবিলম্বে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে নতুন ভবন নির্মাণ এবং যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি সংকট রয়েছে সেগুলোতেও নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রওশন আরা জানান, নতুন ভবন নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংকট নিরসনে সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণের জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন বলে জানিয়েছেন।